জগৎকে প্রেম ও পিতার প্রেম

প্রেরিত শিষ্য যোহনের প্রথম পত্র ২ অধ্যায় ১২-১৭ পদ

আমরা কি খ্রীস্টের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে আবদ্ধ? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কীভাবে লাভ করতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে যোহন বিশ্বাসী আমাদের দুটি বিষয়ে আত্মসমীক্ষা করতে বলেছে। প্রথম বিষয়টি হল, আমরা কি ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার জীবন যাপন করে চলেছি? (১ যোহন ২:৩-৬)। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হল, আমরা কি আমাদের সহবিশ্বাসীদের ভালোবাসি? (১ যোহন ২:৭-১১)। এর আগে আমরা সহবিশ্বাসীদের ভালোবাসা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, যাদেরকে আমাদের মনে ধরে, কেবল সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের প্রেম করা নয়; কিন্তু যারা দেখতে শজারুর মতো, তাদেরকেও ভালোবাসতে হবে। এখন, আমাদের নিজেদের শক্তিতে বা বুদ্ধিতে কখনও তাদের ভালোবাসা সম্ভব নয়। তাই, তাদের ভালোবাসতে হলে প্রয়োজন ঐশ্বরিক প্রেম।

এখন, ঈশ্বরের ভালোবাসায় আমরা যখন সহবিশ্বাসীদের ভালোবাসি, তখন আমরা জগৎকে ভালোবাসা থেকে দূরে থাকি। কারণ, জগতের ভালোবাসা এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা একে অন্যের বিপরীত। তাই, যোহন তার পত্রের এই অংশে বিশ্বাসী আমাদের জগৎ তথা জগতীস্থ বিষয় প্রেম করা থেকে দূরে থাকতে আদেশ করেছে। এই দুই প্রেমকে যোহন খুব সুন্দরভাবে পাশা পাশি রেখে ধাপে ধাপে তুলনা করেছে:

জগৎকে প্রেম	পিতার প্রেম (১৫ পদ)
⇓	⇓
জগৎ থেকে আসে	পিতার কাছ থেকে আসে (১৬)
⇓	⇓
জগৎ শেষ হয়ে যায়	যে পিতার বাধ্য, সে অনন্তকাল স্থায়ী (১৭)

ক) খ্রীস্ট-বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক অবস্থান

অবশ্য জগৎকে প্রেম করতে নিষেধ করার আগে যোহন প্রথমে খ্রীস্টেতে বিশ্বাসী আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থান কী, তা বর্ণনা করেছে। যোহনের এই আজ্ঞা কাদের জন্য প্রযোজ্য তা বর্ণনা করতে মণ্ডলীর সমস্ত বিশ্বাসীদেরই যোহন সম্মোধন করেছে। ১২ পদে, যোহন তার পাঠকদের ***"বৎসেরা"*** বলে সম্মোধন করেছে। এর অর্থ "শিশুরা" *(children)*। "শিশু" বলে তাদের সম্মোধনের মাধ্যমে যোহন বলতে চেয়েছে, যে এখনও তাদের শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন বা যোহনের মতো ঈশ্বরের দাসদের উপর এখনও তাদের নির্ভর করা প্রয়োজন। কিন্তু তারা শিশু হলেও ***"খ্রীস্টের নামের গুণে তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে"*** (২:১২ পদ)। ১:৯ পদে যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথানুসারে, তারা যখন নিজেদের সমস্ত পাপ ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করেছে, তখন ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা অনুসারে তাদের পাপ ক্ষমা করেছেন। এখানে, একটি বিষয় যেন আমাদের চোখ না এড়িয়ে যায়: ১:৯ পদে, যদিও **ক্রমশ** ক্ষমার কথা বলা হয়েছিল, যার জন্য বিশ্বাসী প্রতিদিন প্রার্থনা করে; কিন্তু ২:১২ পদে ক্ষমা করার জন্য **পুরাঘটিত কাল** ব্যবহার করা হয়েছে। তাই, এখানে "শিশু" বলতে যোহন নতুন মনপরিবর্তনকারী বিশ্বাসীদেরই নির্দেশ করেছে। এইভাবে, খ্রীস্টিয় মনপরিবর্তনের অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে ক্ষমার অভিজ্ঞতা অবস্থান করে থাকে। হ্যাঁ, নতুন নিয়মের শিক্ষানুসারে, যে তার পাপের ক্ষমা লাভ করেনি, সে খ্রীস্টবিশ্বাসী নয়।

কিন্তু কেবল নতুন বিশ্বাসীদের কথা নয়, ১৩ পদে যোহন অন্যদের কথাও বলেছে, যাদের জন্য সে এই পত্র লিখছে। তাদের মধ্যে একদল বিশ্বাসীকে যোহন ***"পিতারা"*** বলে সম্মোধন করেছে। এর দ্বারা যোহন তাদের নির্দেশ করেছে, যারা পরিপক্ক খ্রীস্টীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী। তাদের সম্বন্ধে যোহন লিখেছে, ***"যিনি আদি থেকে আছেন, তোমরা তাঁকে জানো।"*** এখন ঈশ্বরকে জানার কথা একটু আগে ২:৩-৬ পদে যোহন লিখেছে এবং তা সমস্ত সত্য বিশ্বাসীর জন্যই প্রযোজ্য। এখানে সেই কথার সঙ্গে কেবল যোগ করা হয়েছে, ***"যিনি আদি থেকে আছেন।"*** এই বর্ণনার দ্বারা পিতা ঈশ্বর না পুত্র যীশু খ্রীস্টকে নির্দেশ করা হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন; কারণ উভয়েই অনাদি-অনন্তকাল ধরে আছেন। কিন্তু যেহেতু ১৪ পদের প্রথমাংশে পিতা ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে, সেইহেতু এখানে পুত্র যীশু খ্রীস্টেরই কথা বলা হয়েছে বলে মনে হয়। যোহন তার সুসমাচারের ন্যায় এখানেও পার্থিব আবির্ভাবের পূর্বে যীশু খ্রীস্টের অস্তিত্বের উপর জোর দিয়েছে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

এরপর, যোহন *"যুবকদের"* কথা বলেছে, যারা *"সেই পাপাত্মাকে (মন্দ ব্যক্তি) জয় করেছে।"* একথা ঠিক, যে যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন প্রবল ইচ্ছা বা অভিলাষ অনুভব করে থাকে, যার উপর তাদের জয়লাভ করতে হয় (২ তীমথিয় ২:১১); কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তারা সেই অভিলাষের উপর জয়লাভ করতে শক্তিরও অধিকারী। এই পদে, তাদের দ্বারা পাপাত্মাকে জয় করার কথা বলা হয়েছে। এখানে পাপাত্মার জন্য পুংলিঙ্গ ব্যবহার করার কারণে, এর দ্বারা শয়তানকেই নির্দেশ করা হয়েছে, যে সমস্ত মন্দের উৎস এবং যে অন্ধকারের রাজত্ব চালায়। সেই পাপাত্মাকে জয় করার কথা বলতে গিয়ে, এখানে পুরঘটিত কাল ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যদিও এখনও চলছে ও ভবিষ্যতে চলবে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে জয় ইতিমধ্যে লাভ করা হয়েছে। হ্যাঁ, যীশু খ্রীস্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা তাঁর সন্তানদের জন্য শয়তানের উপর জয় লাভ করেছেন; যত লোক তাঁকে বিশ্বাস করে, তারা তাদের মন-পরিবর্তনের সময় যীশুর সেই ক্ষমতার গুণে পাপাত্মার উপর জয় লাভ করে থাকে। তাই, এই কথা সমস্ত সত্য বিশ্বাসীর জন্যই প্রযোজ্য।

এখন, ১২ ও ১৩ পদে যে কথা বলা হয়েছে, ১৪ পদে সেই কথারই পুনরুক্তি করা হয়েছে, এবং এইভাবে পুনরুক্তির দ্বারা সেই কথার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, শিশু বা পিতা বা যুবকদের সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে একটু পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে।

শিশুরা তাঁর নামের গুণে তোমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে (১২, ১৩ পদ)
তোমরা পিতাকে জানো (১৪ পদ)

পিতারা যিনি আদি থেকে আছেন, তোমরা তাঁকে জানো (১২, ১৩ পদ)
যিনি আদি থেকে আছেন, তোমরা তাঁকে জানো (১৪ পদ)

যুবকরা তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করেছ (১২, ১৩ পদ)
তোমরা বলবান, ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের হৃদয়ে বাস করে,
আর তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করেছ (১৪ পদ)

মথি ১১:২৫ বা লুক ১০:২১ পদানুসারে, ঈশ্বরজ্ঞান হল সমস্ত শিশু বিশ্বাসীর বিশেষ অধিকার। আর এই অর্থে, সমস্ত খ্রীস্ট বিশ্বাসীই শিশু। এখন সেই শিশুরাও পিতাদের ন্যায় পিতা ঈশ্বরকে জানে। ১৪ পদে বিশেষতঃ যুবকদের বিষয় বলা হয়েছে, ***তারা বলবান, কারণ তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য বাস করে***। হ্যাঁ, ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণের মাধ্যমেই আমরা পাপাত্মাকে জয় করার আত্মিক শক্তির অধিকারী হই।

খ) খ্রীস্ট-বিশ্বাসীদের প্রতি যোহনের সতর্কবাণী

খ্রীস্টবিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক অবস্থান সম্বন্ধে বলার পর, যোহন তাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করেছে। এই সতর্কবাণী যোহন তাদের উদ্দেশে লিখেছে, যাদের আধ্যাত্মিক অবস্থানকে যোহন ১২-১৪ পদে এই বলে বর্ণনা করেছে, ***তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে; তারা আদি থেকে যাঁরা আছেন, সেই পিতা ঈশ্বর বা পুত্র যীশু খ্রীস্টকে জানে; তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য বাস করায়, তারা সেই পাপত্মাকে জয় করেছে।*** অর্থাৎ, যোহনের এই সতর্কবাণী সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসীর জন্যই প্রযোজ্য; নতুন বা পুরানো বিশ্বাসী হিসাবে আমরা কেউই এই সতর্কবাণী থেকে ছাড় পাই না। প্রত্যেক সত্য বিশ্বাসীর জীবনে এই সতর্কবাণী প্রযোজ্য। যোহনের ন্যায় আমরা পৌলকেও দেখতে পাই, যে একই প্রকার সতর্কবাণী করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে উপস্থিত করেছিল: *"যে মনে করে, আমি দাঁড়িয়ে আছি, সে সাবধান হোক, পাছে পড়ে যায়"* (১ করিন্থীয় ১০:১২)।

অনেক সময় এমন বিষয় আমাদের চোখে পড়ে যে, কোনও বিশ্বাসী তার সচেতনতায় মিথ্যা শিক্ষাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে, কিন্তু সে-ই আবার তার অচেতনে সেই মিথ্যা শিক্ষা দ্বারা আক্রান্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোনও প্রচারক তার প্রচারে অশ্লীল ছবি বা রচনাকে *(pornography)* জোড়ালো ভাষায় আক্রমণ করে, কিন্তু তিনিই আবার গোপনে তা আত্মসাৎ করে থাকেন। উত্তম পালক হিসাবে, যোহন এমন বিপদ সম্বন্ধে তার পাঠকদের সতর্ক করেছেন। যোহন এই পত্র তাদের উদ্দেশে লিখছে, যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার অধিকারী, এবং যারা তাদের সহবিশ্বাসীদের ভালোবাসে। তাদেরকে তিনি একটি মনোভাব সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন, যা তাদের সেই আধ্যাত্মিক সহভাগিতা বা প্রেমকে ধ্বংস করতে পারে। সেই মনোভাবটি হল **জগতের প্রতি প্রেম**।

"জগৎ" শব্দটি যোহন ইতিমধ্যে ২ পদে ব্যবহার করেছে, যেখানে তার অর্থ, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যে মানুষের পাপক্ষমা একান্ত প্রয়োজন। যোহনের লেখনীতে জগৎ বলতে মূলতঃ ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণকারী

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

মানবজাতিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এই কারণে, যোহনের লেখনীতে এই শব্দ মূলতঃ নেতিবাচক অর্থই বহন করে। তাই, যোহনের লেখায় আমরা জগতের এইরূপ বর্ণনা পাই: ***পাপাত্মার নিয়ন্ত্রণে জগৎ চলে*** (১ যোহন ৫:১৯; যোহন ১২:৩১); ***অন্ধকার ও পাপের মধ্যে জগতের অবস্থান*** (যোহন ১:৫; ১২:৪৬); ***ঈশ্বরের বিচারের নিচে জগতের অবস্থান*** (যোহন ৯:৩৯)। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই জগতই ঈশ্বরের ভালোবাসা পাবার পাত্র (যোহন ৩:১৬)। তাই, বিশ্বাসীর সঙ্গে এই জগতের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ: একদিকে, **বিশ্বাসী জগৎ থেকে পৃথক**, কারণ সে আর বিচারে আনীত হয় না, সে মৃত্যু থেকে জীবনে পাড় হয়ে গেছে; সে এখন আলোতে পথ চলে, অন্ধকার আর তার উপর রাজত্ব করতে পারে না। কিন্তু অন্যদিকে, সে নিজে জগতের অংশ হওয়ায়, সে **এখনও জগতের সেই সমস্ত প্রলোভনের পাত্র**, যা তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাপে পতিত করতে পারে। তাই, যোহন বিশ্বাসীদেরকে সেই প্রলোভনের বিষয় সতর্ক থাকতে এখানে উল্লেখ করেছে।

যোহন যদিও এখানে ***জগৎকে প্রেম করার*** বিষয় বিশ্বাসীদের সতর্ক থাকতে বলেছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে জগতের সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তিদের থেকে পৃথক থাকতে বলেছে। এ কথা সত্য যে *মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না*; কিন্তু এ কথাও সত্য যে *মানুষ রুটি ছাড়া বাঁচেও না*। তাই, যারা সেই শস্য উৎপন্ন করে, বা রুটি তৈরী করে বা রুটি বিক্রি করে, আমরা যদি তাদের থেকে নিজেদের পৃথক করতে চাই, পৃথিবীতে আমাদের জীবন অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই, মনে রাখতে হবে যে, যে জগৎ থেকে যোহন বিশ্বাসীদের পৃথক থাকতে বলেছে, তা হল, ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী বা পাপে প্রলুব্ধকারী জগৎ।

একইসঙ্গে, ***জগৎকে প্রেম করার*** কথা বলতে গিয়ে এখানে যোহন যে অর্থে প্রেমকে নির্দেশ করেছে, তা হল, ভালোবাসার পাত্র থেকে আমরা যে **সুখভোগ** আশা করি। তাই এখানে প্রেমের অর্থ, কিছুর দ্বারা আকর্ষিত হওয়া এবং তা উপভোগ করতে ইচ্ছা করা; যার দ্বারা ক্ষুধা বা কামনাই প্রকাশ পায় (যোহন ৩:১৯; ১২:৪৩; ২ তীমথিয় ৪:১০)। অবশ্য, এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, যে কোনও ক্ষুধা বা কামনা পূর্ণ করাই পাপ নয়। কারণ ঈশ্বর যখন আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি বিভিন্ন ক্ষুধা বা কামনা দিয়েই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাই সঠিক পথে তাদের পূর্ণতা কখনও পাপ নয়। শারিরিক ক্ষুধার কারণে ভাত-সবজি-মাছ-মাংস খাওয়ার মধ্যে কোনও সমস্যা নেই; কিন্তু কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা অবশ্যই পাপপূর্ণ। তাই, যোহন জগতের প্রতি প্রেম ও পিতার প্রেমের মধ্যে পার্থক্যকে এখানে তুলে ধরেছে: ***"যদি কেউ জগৎকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তার হৃদয়ে নেই।"*** যাকোবও একই ধরণের কথা বলেছে: ***"জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা"*** (যাকোব ৪:৪)।

১৬ পদে, যোহন বিস্তারিতভাবে এই দুই প্রকার প্রেমের পার্থক্যকে তুলে ধরেছে: ***কারণ জগতে যা কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প, এ সকল পিতা থেকে নয়, কিন্তু জগৎ থেকে হয়েছে***। এ কথা সত্য, এই পৃথিবীর সমস্ত বিষয় ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে; কিন্তু পাপে পতনের দ্বারা সেই জগৎ সেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হয়েছে। তাই, এই পৃথিবার যে কোনও বিষয়ই আমাদের পাপপূর্ণ ইচ্ছার উৎস হতে পারে, যদিও তা নিজে নিজে মন্দ নয়। এই পাপপূর্ণ জগতের ৩টি দিকের কথা যোহন এখানে বর্ণনা করেছে: ***মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প***।

মাংসের অভিলাষের অর্থ শারিরিক বিভিন্ন ইচ্ছা বা কামনার পূর্ণ করার চেষ্টা, তা খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়সেবা হতে পারে। অন্যদিকে, এর অর্থ ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে আত্ম-নির্ভরতাও হতে পারে। অর্থাৎ, এর দ্বারা পাপী মানুষের সম্পূর্ণ প্রকৃতিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী মানুষের প্রতিটি ইচ্ছা এর অন্তর্গত।

চক্ষুর অভিলাষের অর্থ চোখে দেখার দ্বারা আমরা যে সমস্ত লোভ উপলব্ধি করি। কেবল সেই সমস্ত বিশেষ বিষয় নয় (যেমন অশ্লীল ছবি), যা দেখে আমাদের ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় ও আমরা ইন্দ্রিয়সেবা করতে বাধ্য হই। কিন্তু যে কোনও বিষয় যা আমাদের হৃদয়ে লোভ ও মন্দ-ইচ্ছাকে জন্ম দেয়। যোহনের সময় গ্রীক ও রোমীয়রা বিভিন্ন চিত্তবিনোদনের বিষয় দেখত, আর আজ আমরা টিভি/সিনেমা দেখি। আবার, অন্যের সম্পত্তি দেখেও আমরা লোভে পড়তে পারি, যেমন আখন পড়েছিল (যিহোশূয় ৭ অধ্যায়)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

জীবিকার দর্প বলতে সেই সমস্ত বিষয়, যা আপেক্ষিকভাবে জীবনকে টিকিয়ে রাখে (মার্ক ১২:৪৪), তাদের বিষয় গর্বের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা আমাদের হামবড়া বা দাম্ভিকতার আচরণই প্রকাশ পায়। আমরা যখন আমাদের চারপাশের মানুষদের কাছে নিজেদের গুরুত্ব তুলে ধরতে চাই, তখন আমরা এমন কাজ করে থাকি। এই কারণেই আমরা আমাদের ক্ষমতার বাইরে হলেও ঋণ করে বাড়ী, গাড়ী বা জিনিসপত্র কিনে থাকি; এই কারণেই ক্রেডিট কার্ড *(credit card)*, হাইয়ার পারচেজ *(hire purchase)* বা ইন্সটলমেন্ট পেমেন্টের *(installment payment)* এতো রমরমা। জীবিকার দর্পের কারণেই আমরা এইভাবে অন্যদের কাছে নিজেদের গুরুত্বকে তুলে ধরতে চাই: অন্যরা আমাদের দেখে যেন উপলব্ধি করে যে, আমরা কতো বিত্ত ও সাফল্যের অধিকারী! মানুষ হিসাবে পৃথিবীর মাটিতে আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন আছে, যার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের অধিকার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু যখন আমরা অন্যদের তুলনায় বেশি পেতে ইচ্ছা করি; যা দেখি তাই-ই পেতে ইচ্ছা করি; আমরা আমাদের অধিকারের শ্লাঘা করি; এবং ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নিজেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলে দাবি করি, তখন আমাদের সেই সমস্ত ইচ্ছা অবশ্যই মন্দ, পাপপূর্ণ ও ভ্রষ্ট। তার জন্য আমি অবশ্যই দোষী অপরাধী। বস্তুবাদ সম্বন্ধীয় যোহনের এই সতর্কবাণী আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবে, যখন আমরা আমাদের মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ ও জীবিকার দর্প পূর্ণ করি, তখন আমরা আমাদের পিতার প্রেমকে উপভোগ করতে ব্যর্থ হই; পিতার ইচ্ছা পালন করার আগ্রহ হারাই। ফলস্বরূপ, বাইবেল আমাদের কাছে একঘেয়েমির ক্লান্তিকর পুস্তকে রূপান্তরিত হয়; প্রার্থনার মূল্য আমরা ভুলে যাই; এমনকি খ্রীস্টীয় সহভাগিতাও বিরক্তির বিষয়ে পরিণত হয়। এই ঘটনা একদিনে হঠাৎ ঘটে না, কিন্তু আস্তে আস্তে ধারাবাহিকভাবে জগতের প্রতি প্রেম আমাদের ঈশ্বরের প্রেম থেকে দূরবর্তী করে।

১৭ পদে যোহন জগৎ ও তার অভিলাষকে পূর্ণ করার কাজকে মূর্খতার কাজ বলে বর্ণনা করেছে, কারণ তা লোপ পেয়ে চলেছে। ২:৮ পদে, যোহন এর আগেই উল্লেখ করেছে যে, ***"অন্ধকার ঘুঁচে যাচ্ছে;"*** পৌলও একই কথা বলেছে, ***"সংসারের অভিনয় অতীত হচ্ছে"*** (১ করিন্থিয় ৭:৩১)। এই পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাই কেবল চিরস্থায়ী। তাই, যোহন এখানে দুই ধরনের জীবনের তুলনা করেছে: (১) অনন্তের উদ্দেশে যে জীবন যাপন করা হচ্ছে, এবং (২) বর্তমান সময়ের জন্য যে জীবন যাপন করা হচ্ছে। জগতের মানুষ যখন জাগতিক সুখাভিলাষে তার জীবন যাপন করে; তখন বিশ্বাসী পিতার প্রেমে, পুত্রের শক্তিতে, ও পবিত্র আত্মার আনন্দে তার জীবন যাপন করে। বিশ্বাসী ***বিশ্বাস দ্বারা চলে, বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়*** (২ করি ৫:৭)। তাই, যোহন বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বলেছে, ***কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকাল স্থায়ী।"*** মিশনারী জিম ইলিয়ট এমন কথা বলেছিলেন, **"যা কখনও হারানো যায় না, তা পাবার ইচ্ছায়, যাকে রাখা যায়না, এমন বিষয় যে বিসর্জন দেয়, সে কখনও বোকা নয়।"**

আমরা অনেক সময় পিতার প্রেমের পরিবর্তে জগতের প্রতি প্রেম করার পক্ষে যে অজুহাত দেখিয়ে থাকি, তা হল: আমাদের পরিবেশ ও পরিস্থিতিই আমাদের তা করতে বাধ্য করে। অর্থাৎ প্রথম পাপ করার পর আমাদের আদি পিতা-মাতা যেমন একে অন্যের উপর দোষ দিয়েছিল, আমরাও তাদের অনুকরণ করি। কিন্তু বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে, ***ঈশ্বর যাদের পূর্বে জানতেন, তাদের তাঁর নিজের পুত্রের (অর্থাৎ যীশু খ্রীস্টের) প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য পূর্বে মনোনিতও করেছেন*** (রোমীয় ৮:২৯)। এখন প্রথম আদম যখন সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে মাংসের অভিলাষ (সুখাদ্যদায়ক), চক্ষুর অভিলাষ (চক্ষুর লোভজলক) ও জীবিকার দর্পের (জ্ঞানদায়ক/ঈশ্বরের সদৃশ হওয়া) দ্বারা পতিত হয়েছিল (আদি ৩:৬); তখন দ্বিতীয় আদম ৪০ দিনের উপবাস ও প্রান্তরের ন্যায় প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে মাংসের অভিলাষ (পাথর-রুটি), চক্ষরি অভিলাষ (দৃষ্টিনন্দনকারী ঝাঁপ) ও জীবিকার দর্পের (সমস্তের অধিকার) উপর জয়লাভ করেছিলেন (মথি ৪)। পরিবেশ বা পরিস্থিতির মধ্যে সমস্যা নয়, আসল সমস্যা হল আমাদের নিজেদের হৃদয়ে। আমরা কি আমাদের পিতা ঈশ্বরের উপর পূর্ণ আস্থা রাখি, তাঁকে ভালোবাসি? মনে রাখব, এদেন উদ্যানের ন্যায় নিখুঁত পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যেও আদম-হবা পাপ করেছিল! যীশুর ন্যায় তোমাতে আস্থা রাখতে ও তোমাকে ভালোবাসতে, তুমি আমাদের শক্তি দাও!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)